শ্রী ফিল্মসের অবদান-

বিচার

শ্রেষ্ঠাংশে

মলিনা নিমু বসু

SHREE FILMS

শ্রী

পরিচালনা •• নীতিন বসু

5-10-43

শ্রী ফিল্‌ম্‌সএর

নবতম অবদান

বিচার

পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও চিত্র গ্রহণ

নীতীন বসু

পরিচয়

প্রতিমা	...	লীলা দেশাই
শান্তা	...	রাধারাণী
লিলিয়ান	...	মায়া ব্যানার্জি
মিসেস চ্যাটার্জি	...	সুনলিনী দেবী
হেমনলিনী দেবী	...	রাজকুমারী শুক্লা
ছোট প্রতিমা	...	বেবী মাধুরী
রবিন ব্যানার্জি	...	দিলীপ বসু
গবিন ব্যানার্জি	...	ব্রতীন্দ্র নাথ ঠাকুর
দাদু (শ্রীমন্দিরের পুরোহিত)	...	দেবল কুমার
পুলিস অফিসার ঘোষাল	...	দেবী মুখোপাধ্যায়
রেডিও ম্যানেজার	...	ডাঃ আগাশী
দামু (চাকর)	...	মজিদ
রেডিও অফিস কেরানি	...	কৃষ্ণকান্ত
জহুরি	...	প্রীতি মজুমদার

বিচার

(কাহিনীর সারাংশ)

মানুষ কত কি যে চায়, কত জিনিষ পায়, আবার হারায়ও কত জিনিষ ; যা চায় তা পায়না, যা পায় তা হয়তো চায়না। এমনি করেই চাওয়া, পাওয়া, আর না-পাওয়ার খেলা চলে এ সংসারে।

পুলিশ-অফিসার ঘোষাল পনের বছর আগে চেয়েছিলেন একটি হারানো মেয়ের সন্ধান। আজ পনের বছর পরে অতর্কিতে যখন পেলেন সেই সন্ধান, তখন সে পাওয়ার মধ্যে কি তিনি সফলতার আনন্দ পেয়েছিলেন !

শান্তা চেয়েছিল সমাজ-সংসারের বাইরে একটু স্থান ; চেয়েছিল শ্রী-মন্দিরের সেবায় কাটাতে বাকি ক'টা দিন ; তার বদলে পেল সে নতুন করে' স্বর্গের আভাষ, একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর নিবিড় স্পর্শের মধ্যে। না চাইতে তার এই পাওয়া সইল কি তার কপালে ? নইলে কেন সে আজ বন্দিনী কারাগারে !

শ্রীমন্দিরের পুরোহিত চেয়েছিলেন তাঁর ঠাকুরের সেবায় জীবন কাটাতে, আবার সেই ঠাকুরের কাছ থেকেই একদিন আজ্ঞা পেলেন দুটি অসহায় প্রাণীর ভার নিতে। এ ভার যে কত গুরুভার, তা কি সেদিন তিনি বুঝেছিলেন—যেদিন তিনিই আদেশ করেন শান্তাকে সংসারে ফিরে যেতে !

শিশু প্রতিমা তার দুর্ব্বল কচি হাত বাড়িয়ে ফিরে পেতে চেয়েছিল তার হারিয়ে যাওয়া মাকে। শান্তার মাঝে তা কি সে পায়নি ? যৌবনে সে যখন চাইলে নিজেকে বাঁধতে রবিনের সাথে প্রেমের বন্ধনে, তখন তাও কি সে পারেনি ? নইলে কেন সে আত্মঘাতী মোহে ছুটে গিয়েছিল তাদেরই প্রেমের স্বপ্নে-গড়া মাধুরী-বিতানে ?

রবিন তো প্রতিমাকেই চেয়েছিল ; পেয়েছিলও তো অতি নিবিড় কোরে আপনার পাশে। তবে কেন সে চাইলে তার দাদা গবিনের

আদেশে স্বর্গগত পিতার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ কোরতে লিলিয়ানকে বিয়ে করায় সম্মতি দিয়ে।

অথচ গবিন তো নিজেই চেয়েছিল লিলিয়ানের কাছে ধরা দিতে। তবে কেন সে চাইলে নিজের ছোট ভাই রবিনের সঙ্গে লিলিয়ানের মিলন ঘটাতে? লিলিয়ানের মন কি সে তবে পায়নি?

লিলিয়ান তো নিজে মনে মনে গবিনকেই বরণ কোরেছিল, কিন্তু তার বদলে সে তো প্রায় রবিনকেই পেয়েছিল নিজের জীবনের সঙ্গী রূপে। তার এই না-চাইতে পাওয়াটাই কি সত্য হোয়ে রইল তার জীবনে?

হেমনলিনী দেবী যে মেয়েকে পাবার সাথে সাথেই হারিয়েছিলেন, তাকে যখন পনের বছর পরে কোলে পেলেন, তখন কি এই মেয়ের মধ্যে তার সেই হারানো শিশুটিকে ফিরে পেয়েছিলেন?

শুধু বোধহয় মিসেস্ চ্যাটার্জিই কি বা কাকে চেয়েছিলেন, তা বুঝতেন না—গবিনকে না রবিনকে?

এই কটি প্রাণী যখন অতি ধীরে সঙ্গোপনে আপন আপন সুখের নীড় বাঁধার স্বপ্নে বিভোর, তখন হঠাৎ উঠলো তাদের জীবনে ঝড়; এদের সুখের মালঞ্চ হোল লণ্ডভণ্ড। সব সুখই তাদের কাছে

এসেছিল, শুধু যেমন তারা ধরতে গেল, সুখ তাদের নাগাল এড়িয়ে সরে যেতে চাইলে। তাই আজ একটি অসহায় নারী এই ঘূর্ণিপাকের প্রচণ্ড টানে এসে পৌচেছে সরকারী বন্দিশালায়। দিন যাপন কোরছে বিচারের প্রতিক্ষায়। প্রতিমা-রবিনের প্রেমের সুখ হারিয়ে যেতে বসেছে সমাজের হুঙ্কারে। গবিন-লিলিয়ান চাইছে নিজেদের বিলুপ্ত কোরে কর্ত্তব্য পালন কোরতে। হেমনলিনী দেবীর শূন্য বুক হারানো সুখ ফিরে পেয়েও আবার হারিয়ে-ফেলার আশঙ্কায় দুরু দুরু।

শুধু শান্তাদেবীরই কি আজ বিচারের দিন উপস্থিত, না যাদের জন্য আজ তিনি বন্দিনী, তাদেরও বিচারের আবশ্যক আছে? অফিসার ঘোষাল তিনিও মানুষ, তাই আজ তিনি এই কটি প্রাণীর জীবন কাহিনী উপস্থিত কোরেছেন সকলের চেয়ে বড় যে আদালত অর্থাৎ সমাজের বিচারশালায়। আপনারাই এই জীবন-নাট্যের দর্শক, অতএব আজকের দিনে আপনারাই জুরি মনোনীত হ'লেন। যে কটি প্রাণী এ সংসারে আপন আপন স্থান অধিকার কোরতে চেয়েছে, তা তাদের সত্যই প্রাপ্য কিনা, আপনারাই বিচার কোরে রায় দিন।

শান্তার গান— ১

বঁধু খোলো দুয়ার, দাও দরশ মোরে।
আমার ব্যথার প্রদীপ জ্বেলে
রয়েছি দাঁড়ায়ে নয়ন মেলে,
চাঁদের লাগিয়া যেমন পাপিয়া
আশা লয়ে' জাগে জনম ধ'রে ॥
(মোর) সকল দুয়ার যদি বন্ধ হ'ল
খোলো বঁধু খোলো তোমারি দুয়ার

(আমি) সকল ছেড়ে যদি পাই গো তোমায়,
চরণদুটী তব ছাড়ব না আর।
নিবেদনের কুসুম সম,
নাওগো এবার হৃদয় মম,
(মোর) জীবন-মরণ ফুলের মতন
তোমার পায়ে বঁধু পড়ুক ঝ'রে ॥

শান্তার গান— ২

ঝিকিমিকি সাঁজের তারা, দস্যি ঘুমায় না।
ঘুমের পরী আমার বাড়ী পান খেয়ে যা॥
ঘুম ঘুম ঘুম
স্বপন-পরী খুকুর চোখে দিয়ে যারে চুম।
আয় আয় ঘুম আয়!
আয় ঘুম আয়॥
ঘুম-নগরের নিঝুম হাটে রে
চাঁদের বুড়ী গুন্‌গুনিয়ে চরকা কাটে রে।
ঘুম-পাড়ানি ছড়া শোনায় ঘুম্‌তি নদীর ঢেউ,
খুকুমনি উঠবে জেগে,—গোল কোরো না কেউ!
আয় আয় ঘুম আয়……
দুষ্টু ঘুমায়, মিষ্টি ঘুমায়, লক্ষ্মী ঘুমায় রে,
চাঁদের বুড়ী, স্বপন-পরী, সবাই ঝিমায় রে।
টুক্‌টুকে তুল্‌তুল্‌
আমার কোলে ঘুমিয়ে প'ল কুড়িয়ে-পাওয়া ফুল!
আয় আয় ঘুম আয়……

শান্তার গান— ৩

আমার এ গান লাগ্‌বে কি আজ লাগ্‌বে সবার ভালো?
কণ্ঠে আমার ঢালো তোমার নামের সুধা ঢালো।
তোমার নামে ওগো ঠাকুর
আমার এ গান হবে মধুর,
ভাঙ্গা ঘরে হাসবে আবার নতুন চাঁদের আলো॥
ওরে আমার কুড়িয়ে-পাওয়া ফুল! মনের মণিচোর!
খেলার ছলে পরিয়ে দিলি এ কোন মায়ার ডোর।

আজকে আমার ভুবন মাঝে
আনন্দেরই নূপুর বাজে,
তোরই ছোঁয়ায় উঠ্‌লো জেগে গানের বীণা মোর ॥
বৃন্দাবনের চাঁদ হাসেরে তোরই কচি মুখে,
সেই দেখে আজ মা যশোদা জাগ্‌ল আমার বুকে।
(ওগো) ঠাকুর, দয়া কর মোরে
নিও নাগো হরণ ক'রে,
(মোর) শূন্য ভুবন ভ'রে যদি দিলে পাওয়ার সুখে ॥
মা যশোদা জাগ্‌লরে আজ জাগ্‌ল আমার বুকে ॥

প্রতিমার গান— ৪

রূপার খাটে ঘুমিয়েছিলাম চম্পাবতী আমি,
রথটি তোমার এই পথে গো হঠাৎ গেল থামি, ॥
(ওগো) স্বপন-কুমার তুমি এসে
ডাকলে আমায় মধুর হেসে,
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলে মোর দুয়ারে নামি'।
জেগে দেখি মালঞ্চে মোর নতুন ফাগুন জাগে,
আকাশ আমার রাঙিয়ে গেছে তোমার অনুরাগে।
আমার প্রেমের কমলখানি
ফুটল কখন নাহি জানি,
হৃদয় আমার একটি মালা গাঁথে দিবস-যামী ॥

শান্তার গান— ৫

(মোর) আঁধার ঘরে দুখের ছায়া আজকে দূরে গেল কি ?
হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর আবার ফিরে এল কি ?
আজকে যেন নতুন ক'রে
মরা নদী উঠ্‌ল ভ'রে,
রাতের শেষে সূর্য্যমুখী আলোর দেখা পেল কি ?
(ওরে) বনের পাখী, তরুলতা,
শুধাই তোদের একটি কথা,
এতদিনের আশা আমার আজকে সফল হ'ল কি ?

প্রতিমা ও রবিনের গান— ৬

চম্পাবতী, এমন ক'রে চলবে না আর চলবে না !
স্বপনকুমার, এমন ক'রে চলবে না আর চলবে না !
ভীরু হৃদয় মনের কথা মুখ ফুটে কি বলবে না ?
এমন ক'রে চলবে না !
বনের কুসুম বোঝে শুধু ভ্রমর কি যে চায়।
শুক্‌নো তরু সে-সব কথা বুঝ্‌বে নাক' হায়।
এ কি বিষম দায় !
তোমার-আমার এই যে মিলন, এই যে কাছে আসা,
কবির ভাষায় এরেই বলে প্রথম ভালোবাসা।
আমি শুধু বল্‌ব, এ যে দু'টি মনের মিল,
তাইত' বনে ফুল ফোটে গো, তাইত' আকাশ নীল ॥
(আছে) নীল আকাশে ঝড়, (আছে) ফুলে কাঁটার বাধা !
(তাই) পেয়েও তবু পেল না হায় বিরহিনী রাধা !

তোমায় লব জয় ক'রে আজ, থাক্‌ব না আর ভয়ে।
যেমন ক'রে রাজার ছেলে যেত দিগ্বিজয়ে।
(মোরা) থাক্‌ব না—থাক্‌ব না, থাক্‌ব না আর ভয়ে ॥

প্রতিমা, রবিন ইত্যাদি— ৭

মিলনের পূর্ণিমা-রাতে
রাখী বাঁধো হাতে হাতে,
দোলো স্বপন-দোলাতে।
লা-লা-লা-লা·····

চঞ্চল ফাল্গুন বেলা
আলোকের কুসুমের মেলা,
মন-দেওয়া-নেওয়া খেলা।
লা—লা—লা—লা……

(মোর) মালাখানি ছিল হাতে, হারায়ে ফেলেছি হায়।
কাননে ত' আছে ফুল, আরও মালা গাঁথা যায়।
হৃদয়ও হারালো মোর, কি করি ভেবে না পাই,
এ শুধু বিজন বনে রোদন করা বৃথাই!
একটি মালার ফুল-বন্ধে
দুজনারে বাঁধো আনন্দে,
দোলো দোলো মধুছন্দে॥
লা—লা—লা—লা……

লিলিয়ানের গান— ৮

এবার ফিরাও আঁখি আমার পানে,
তোমার প্রাণের সুরটি মিলাও আমার গানে।
হে উদাসী বারে বারে
এসেছিলেম তোমার দ্বারে,
হৃদয় কি যে চেয়েছিল হৃদয় জানে॥
(মোর) মনের কথা ছিল আমার
আঁখির তারায় লেখা;
ভুবন আমার পূর্ণ ছিল
(তবু) হৃদয় ছিল একা।
এবার তবে মিলন-ডোরে
নাওগো আমায় আপন ক'রে,
আজও কি হায় রইবে দূরে অভিমানে?

শান্তার গান— ৯

হায় ভীরু মন, প্রহর বহিয়া যায়।
বুকে পেয়ে তবু হারানোর ভয় এখনো গেলনা হায়!
ভয়ে ভয়ে সারা বেলা
একি লুকোচুরি খেলা,
(তাই) মিলন চাহিতে এল যে বিরহ অকরুণ ছলনায়॥
(তোর) যা' কিছু রয়েছে বাকী
প্রদীপের তলে ছায়ার মতন রাখিস্ নে আর ঢাকি'।
যতটুকু তোর আলো
যাহা কিছু তোর কালো,
সব দিয়ে দেখ্ বিনিময়ে তা'র হৃদয় আজি কি পায়॥

শান্তার গান— ১০

শ্যাম গেছে মথুরায়!
(তাই) কুঞ্জ-ভবনে ফোটে না কুসুম, শুক-সারী নাহি গায়।
শ্যাম গেছে মথুরায়।
হেথা যশোমতী পাগলিনী হ'য়ে আঁখি মোছে অঞ্চলে,
যমুনার জল দ্বিগুণ হয়েছে তারি নয়নের জলে।
বলে, গোপাল আমার নাইরে,
তোরা বল্ তারে কোথা পাইরে,
গোপাল আমার নাইরে!
তবু তারি মুখ-ছবি হেরি যে সদাই,
যখন যেদিকে চাইরে!
আহা, গোপাল আমার নাইরে।

× × ×

চেয়ে রয় আশা-পথ, ওই বুঝি এল রথ
ঐ বুঝি ফিরে এল নন্দ ;
এল বুঝি তা'র সাথে রাখালিয়া বেণু হাতে
যশোদার নয়ন-আনন্দ !
ঐ বুঝি ফিরে এল নন্দ !
নিভে যায় দীপ, ঝ'রে যায় ফুল, গোপাল ফেরে না আর !
মায়ের পরাণ শূন্য রহিল, গোকুল অন্ধকার !
বলে, ফিরে আয়, ফিরে আয়,
নয়নের মণি মোর, ফিরে আয়, ফিরে আয়,
হৃদয়ের মণি-চোর ফিরে আয়, ফিরে আয়,
গোপাল আমায় ওরে ফিরে আয়, ফিরে আয়.....

সমাপ্ত ।

শ্রী ফিল্‌ম্‌সের

নবতম অবদান

বিচার

কারুবৃন্দ

শব্দধর ... মুকুল বসু
সুর ও সঙ্গীত ... জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
শিল্প নির্দ্দেশক ... ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতকারক ... প্রণব রায়
সংলাপ ... নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা ... কালী রাহা
কাহিনী ... নীতীন বসু, শৈলেন বসু
রাসায়নাগারিক ... প্রাণজীবন শুক্লা
ব্যবস্থাপক ... মধুকর দেশাই

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় ... শৈলেন বসু, জোয়াদ হোসেন
চিত্রগ্রহণে ... অমূল্য মুখোপাধ্যায়
তস্য সহকারী ... তারা দত্ত
শব্দ নিয়ন্ত্রণে ... ইন্দ্রবদন দেশাই
সঙ্গীত পরিচালনায় ... পি. ডি. জোশী
রূপসজ্জা ... আশু বাবু
স্থির চিত্রে ... আই. জে. পাটেল
সহঃ রাসায়নাগারিক ... ভাট
ব্যবস্থাপনায় ... প্রবীন ও কৃষ্ণকান্ত

বম্বাইএর দি ফেমাস সিনে ল্যাবরেটারির রসায়নাগারে
চিত্র মুদ্রিত

....

অমর পিক্‌চার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত

....

চিত্রের সকল গান হিজ মাষ্টার্স ভয়েস রেকর্ড মুদ্রিত।

....

ছবি ১০২০০ ফিট ১১ রিলে সম্পূর্ণ

বিতরক:—
সিলেক্ট পিক্‌চার্স লিমিটেড
১১নং এস্‌প্লেনেড ইষ্ট, কলিকাতা।

মুক্তি প্রতীক্ষায়

শ্রী

ফিল্মস্-এর

নিবেদন

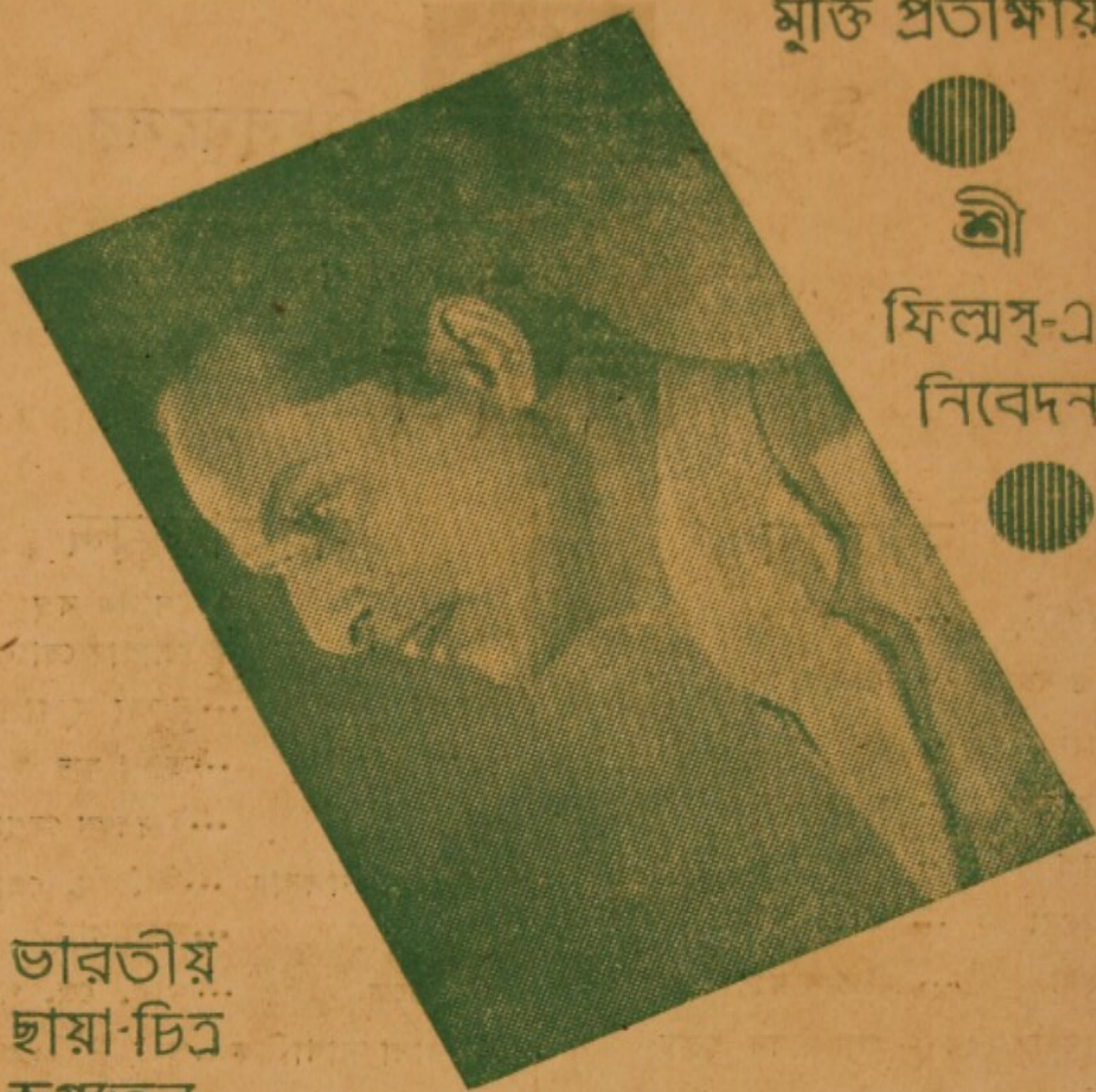

ভারতীয়
ছায়া-চিত্র
জগতের

সর্ববাদি সম্মত, সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক নীতীন বসুর
আগামী দুইটি চিত্র—

?

?

বাংলা ও হিন্দী সমাজ-চিত্র নব-পরি-
কল্পনা-সৌন্দর্য্যমূর্ত্ত, সম্পূর্ণ অভিনব।

বাংলা ও হিন্দী ঐতিহাসিক চিত্র!
পরিচালক নীতীন বসুর কর্মজীবনের সর্বপ্রথম দান।
ইতিহাস-সম্মত নিখুঁত দৃশ্যপটাদি ও পোষাক পরিচ্ছদের
সমাবেশে বহু অর্থব্যয়ে ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী সম্মেলনে গঠিত।

Edited & Published by:- P. R. NAUTIYAL for SELECT PICTURES Ltd.
Printed at Chitragupta Press, 67, Cotton Street, Calcutta.